



## 124154 - পোষা প্রাণী রাখার শর্তাবলি

### প্রশ্ন

আমার বয়স দশ বছর। আমি একটা পোষা প্রাণী রাখতে চাই। এর কোনও শর্ত অথবা মূলনীতি আছে কী? যদি থাকে তাহলে অনুগ্রহ করে সঠিক স্পষ্ট করবেন।

### প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

তোমার মতো ছোট ছেলেদের কাছ থেকে প্রশ্ন পাওয়া আমাদের জন্য বড় আনন্দে ব্যাপার, যে ছেলেরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসে এবং যারা বচিঞ্চ ও বুদ্ধিমান। এই প্রশ্নটা গুরুত্বপূর্ণ ও উপকারী। প্রশ্নটির ভাষাশৈলী সংক্ষিপ্ত ও শিষ্টাচারপূর্ণ। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি, তিনি যেন তোমাকে নরিপদে করনে, তোমার দখেল করনে এবং তোমাকে উত্তমরূপে প্রতপিলনের জন্য যারা অবদান রেখেছেন তাদের সবাইকে উত্তম প্রতদিন দান করনে।

দুই:

পোষা প্রাণী রাখা এবং প্রতপিলন করা ইসলামে মুবাহ তথা বধৈ একটি কাজ। এতে কোনও সমস্যা নহৈ।

বুখারী (৬২০০) এবং মুসলিম (২১৫০) বর্ণনা করনে: আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করনে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বোত্তম আখলাকরে মানুষ ছিলনে। আমার একটি ভাই ছিল যাকে আবু উমায়রে বলে ডাকা হত। বর্ণনাকারী বলেন: তার দুধ ছাড়ানোর বয়স হয়েছিল। তিনি যখন (বাসায়) আসতনে তখন তাকে বলতনে: ‘আবু উমায়রে, তোমার নুগায়রে কী করছে?’ আবু উমায়রেরে একটি নুগায়রে পাখি ছিল। সে পাখিটি নিয়ে খেলত। নুগায়রে এক প্রকার ছোট পাখি, যার চঞ্চু তথা ঠোঁট লাল।

হাফযে ইবনে হাজার রাহিমাহুল্লাহ বলেন:

‘উক্ত হাদীস থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা হলো: ছোট পাখি দিয়ে খেলো বধৈ। বাবা-মায়রে জন্য তাদের সন্তানকে এমন বধৈ খেলনা দিয়ে ছেড়ে দেওয়া জায়যে যা দিয়ে খেলো বধৈ। সন্তান বধৈ যে সমস্ত খেলনায় ব্যস্ত থাকে তার জন্য ব্যয় করা জায়যে।



পাখিকে খাঁচা বা অনুরূপ স্থানে আটকে রাখা জায়যে। পাখীর ডানার পালক কটে দেওয়া জায়যে। কনেনা আবু উমায়েরে পাখি নঃসন্দহে উপর্যুক্ত কনেনা একটি অবস্থার অন্তর্ভুক্ত হবে। আর যে অবস্থাতই সঃ পড়ুক, অন্যগুলো হুকুমেরে ক্ষত্রে সঃটির অনুগামী হবে।’[সমাপ্ত][ফাতহুল বারী (১০/৫৮৪)]

প্রাণী পোষার বশে কিছু শর্ত ও মূলনীতি রয়েছে। যথা:

১- পোষা প্রাণী কুকুর হতে পারবে না। ইসলামে পাহারা কথিবা শিকারেরে উদ্দেশ্যে ছাড়া অন্য কনেনা উদ্দেশ্যে কুকুর পোষা হারাম। (69840) নং প্রশ্নেরে উত্তরে এর বিবরণ গত হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: “যে ঘরে কুকুর রয়েছে তাতে কনেনা ফরেশেতা প্রবশে করে না।”[হাদীসটি বুখারী (৩২২৫) ও মুসলিম (২১০৬) বর্ণনা করেন] ঘরে কুকুর থাকার কারণে রহমতেরে ফরেশেতার তা সঙ্গী হবে না; এমনটি কিকনেনা মুসলিম পছন্দ করতে পারে?

২- প্রাণী পুষতে গিয়ে নিন্দনীয় বাড়াবাড়ি প্রয়ায়ে চলে না যাওয়া। আমরা দেখেছি কিছু মানুষ নরিদ্ষিট একটি প্রাণী কনোর প্রতযিগেতিয় অবতীরণ হয়ে হাজার হাজার এমনকি লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে। কিছু মানুষ তা নজিরে সম্পদেরে কয়িদংশ ঐ প্রাণীর জন্য ওসীয়াত করে যায়। কিছু দশে বিভিন্ন প্রজাতরি প্রাণীকে নিয়ে অনুষ্ঠান এবং মলোর আয়োজন হয়। এতে অপিল পরমাণ অর্থ ব্যয় করা হয়। এগুলো সবই নরিবুদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত।

৩- প্রাণীর প্রতি ইহসান তথা অনুগ্রহ করা। কনেনা মুসলিম যদিকনেনা প্রাণী পোষা শুরু করে তাহলে তার করণীয় হলো ঐ প্রাণীকে খাদ্য-পানীয় দিয়ে তার প্রতি অনুগ্রহ করা। তাকে অনর্থক ফলে রেখে কথিবা তাকে কনেনা লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে নকিষপেরে কাজে ব্যবহার করে কথিবা তাকে দিয়ে মারামারি করিয়ে কথিবা তাকে গরম অথবা ঠাণ্ডার সম্মুখীন করে তার কষ্ট ও কষ্টের কারণ হবে না। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণতি, তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: এক বার এক ব্যক্তি পথ চলতে চলতে তার ভীষণ পিপাসা লাগলো। সঃ একটি কূপ দেখতে পেয়ে তাতে নামলো এবং পানি পান করে উঠে আসলো। তখন সঃ দেখলো যে, একটি কুকুর পিপাসার্ত হয়ে হাপাচ্ছে এবং ভজা মাটি চাটছে। লোকটি মনে মনে বললো: আমি যমেন পিপাসার্ত হয়েছিলাম, কুকুরটিরও তদ্রূপ পিপাসা লগেছে। সঃ পুনরায় কূপে নামলো এবং তার মজা ভর্তি করে পানি নিয়ে উপরে উঠে আসলো এবং কুকুরটিকে পানি পান করালো। আল্লাহ তার ঐ কাজটি কবুল করলো এবং তাকে ক্ষমা করে দলিনে। সাহাবীরা বলেন: ‘হঃ আল্লাহর রাসূল! পশুর জন্যও কি আমাদেরকে সওয়াব দেওয়া হবে?’ তিনি বলেন: “প্রতিটি প্রাণধারী সৃষ্টির উপকারেরে মাঝেই সওয়াব রয়েছে।”[হাদীসটি বুখারী (২৪৬৬) ও মুসলিম (২২৪৪) বর্ণনা করেন]

দেখুন একটি প্রাণীর সবা করার কারণে একজন মুমনি নকৌ লাভ করছে। বরং একটি প্রাণীর প্রতি অনুগ্রহ করার কারণে সঃ হয়তো জান্নাতও প্রবশে করছে। যমেনটি হাদীসে উল্লখিত ব্যক্তির ক্ষত্রে ঘটছে। মহান আল্লাহ ইহসানকারী ব্যক্তিদিরেকে ভালোবাসে।



পক্ষান্তরে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে জানিয়েছেন এমন এক নারীর ঘটনা যে নারী একটা বড়ালকে আটকে রেখে কষ্ট দেওয়ার কারণে জাহান্নামী হয়েছে। সে ঐ বড়ালকে না দিয়েছে কোনো খাবার, না তাকে ছেড়ে দিয়ে যমীনের পোকা-মাকড় খাওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।